পাওলো কোয়েলহো

অনুবাদ

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

লেখকের উৎসর্গ : নহা চিকা

বাংলা সংস্করণ উৎসর্গ : 'গ্রন্থপ্রিয়' গুলনূরকে

কেন এই বই

মাকতুব শব্দটির অর্থ হলো 'যা লেখা হয়েছে...।' তবে আরবেরা মনে করে, এই অনুবাদ যথার্থ নয়। কারণ এতে মনে হতে পারে যে আল্লাহ সবকিছু আগে থেকেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ফলে বান্দার কিছুই করার নেই। বাস্তবতা কিন্তু তা নয়। মানুষের অবশ্যই ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করার দায়িত্ব আছে। আবার সবকিছু লেখা হয়েছে~তাও সত্য। দুটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য আছে। সবকিছু ইতোমধ্যেই লেখা হয়ে থাকলেও আল্লাহ করুণাময় আমাদের সহায়তা করতে চান বলেই এসব কিছু লেখা হয়েছে। এ বইতে সংক্ষিপ্ত যেসব ঘটনা বলা হয়েছে, তা বিবেচনা করা হলে মনে হতে পারে এটিই যথার্থ নামকরণ।

এই বইয়ে কোনো বক্তব্য বা কাহিনি কোনোভাবেই বড় নয়। আবার কোনোটি অপরটির সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্তও নয়। তবে প্রতিটি কাহিনিতে রয়েছে গ্রহণ করার মতো শিক্ষা। পড়তে পড়তে পাঠককে চিন্তামগ্ন হতেই হবে, মুগ্ধতারও সৃষ্টি করবে। অতি সরল এসব কাহিনির মূল্য কিন্তু অমূল্য। কোনো কোনোটি ব্যাকুলতা সৃষ্টি করতে পারে, আবার কোনো কোনোটি আপনার চেহারা উজ্জ্বল করে তুলতে পারে মনের মতো কিছু পাওয়ার আনন্দে। এখানে লিপিবদ্ধ কাহিনিগুলোর কয়েকটি কোয়েলিহোর নিজস্ব সৃষ্টি, বাকিগুলো সারা পৃথিবীর গল্প ভাণ্ডার, লোককাহিনি থেকে সংগ্রহ করা।

প্রতিটি কাহিনিই নিজেকে বদলানোর প্রয়োজনের কথা মনে করিয়ে দেবে। এগুলো আমাদের জীবনের অনেক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসবে : আমার জীবন কোন দিকে যাচ্ছে? আমার সত্যিকার অর্থে কী প্রয়োজন? আমি এই কাজ কেন করছি? আমাকে সত্যিকারের খুশি করে কোন জিনিসটি- ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোয়েলহোর আগ্রহী পাঠকদের কাছে এই সুর নতুন কিছু নয়। এই সুর বিষয়বস্তু পাওলো কোয়েলহোর অন্যান্য বইয়েও প্রবলভাবে ছড়িয়ে আছে। তিনি ওইসব বইয়ের কাহিনি এসব চিন্তাধারার সাথে এমনভাবে গেঁথে নিয়েছেন যে মনেই হবে না এগুলো অন্য কোনো সূত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। পড়তে পড়তে পাঠকের ভাবনায় আসবে, লেখক পাওলো কোয়েলহো কিভাবে গোপন কুঠুরীতে থাকা কথাগুলো অবলীলায় বলতে পারলেন। আবারো স্বীকার করতে হবে, তিনি কখনো উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হন না।

এগুলোর কোনো একটিই জীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। পারে না?

মুসাফির তখন নিউ ইয়র্কে। ঘুম থেকে ওঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। হোটেল থেকে বের হওয়ার সময় দেখতে পেলেন, তার গাড়িটি পুলিশের জিম্মায়। নির্ধারিত অনুষ্ঠানে হাজির হতে তার দেরি হয়ে গেল, দুপুরের খাবারে লাগল প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময়। খেতে খেতে গাড়ি ছাড়ানোর জরিমানার কথা ভাবছিলেন। অনেক খরচ হয়ে যাবে। হঠাৎ করে মনে পড়ল, তিনি আগের দিন একটি ডলারের নোট কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ওই নোট আর এই সকালে যা কিছু ঘটছে, তার মধ্যে একটি ভূতুড়ে সম্পর্ক আবিষ্কার করলেন তিনি।

'কে জানে, হয়তো যে লোকটির টাকাটি পাওয়ার কথা ছিল, আমি তার আগেই সেটি নিয়ে ফেলেছিলাম। হয়তো, যে লোকটির এই টাকার সত্যিই দরকার ছিল, নোটটি সরিয়ে নিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছি। আচ্ছা যা লেখা হয়ে গেছে, আমি কি তাতে কিছু বদল করে ফেলেছি? তাই হয়েছে!'

ডলারের নোটটির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য কিছু করা দরকার বলে তার মনে হলো। ঠিক ওই সময়েই তিনি ফুটপাতে এক ভিক্ষুককে বসে থাকতে দেখলেন। তাড়াতাড়ি ডলারের নোটটি তার হাতে দিলেন। মনে হলো, তিনি কাটাকুটি করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কিন্তু ভিক্ষুকটি বললেন, 'এক মিনিট। আমি ডলার ভিক্ষা করছি না। আমি কবি। আমি বিনিময়ে তোমাকে একটি কবিতা শোনাতে চাই।'

মুসাফির বললেন, 'ঠিক আছে, তবে ছোট কবিতা শোনাবেন। আমার তাড়া আছে।'

ভিক্ষুকটি বললেন, 'আপনি এখনো যে বেঁচে আছেন তার কারণ হলো, আপনার যেখানে থাকার কথা ছিল, সেখানে এখনো পৌঁছেননি।'

**

গিরগিটির ভাবনা।

প্রাণিটি জীবনের বেশির ভাগ সময় থাকে মাটির ওপর, পাখিদের প্রতি ঈর্ষা করে, নিজের ভাগ্য ও অবয়ব নিয়ে রুষ্ট হয়। সে ভাবে, 'অন্য সব প্রাণির প্রায় সবাই আমাকে অপছন্দ করে। মাটির উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলা কুৎসিত, বীভৎস, আর বাজে ব্যাপার।'

তারপর একদিন মাদার নেচার একটি রেশম গুটি বানাতে বললেন গিরগিটিকে। সে চমকে গেল। সে আগে কখনো রেশম গুটি বানায়নি। সে ভাবছিল, সে তার সমাধি নির্মাণ করছে, মরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

ওই সময় পর্যন্ত গিরগিটিটি যেভাবে জীবন কাটাচ্ছিল, তা নিয়ে অসুখী হলেও সে ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করল : 'আমি অবশেষে যখন আমার জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, ঠিক তখনই আমার সামান্য যা ছিল, সেগুলো কেড়ে নিচ্ছ।'

মরিয়া হয়ে সে নিজেকে রেশম গুটির মধ্যে গুটিয়ে নিলো, শেষ পরিণামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। কয়েক দিন পর দেখা গেল, সে একটি সুন্দর প্রজাপতিতে পরিণত হয়ে গেছে।

সে আকাশে ডানা মেলতে পারল, ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হলো। সে জীবনের অর্থ ও ঈশ্বরের পরিকল্পনায় বিস্মিত হলো।

**

এক আগন্তুক স্কেটা মঠে ফাদার সুপারিয়রের সহায়তা কামনা করলেন।

তিনি বললেন, 'আমি আমার জীবনকে আরো ভালোভাবে গড়তে চাই। কিন্তু পাপ চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি না।'

ফাদার লক্ষ্য করলেন যে বাইরে সতেজ হাওয়া বইছে।

তিনি আগন্তুককে বললেন, 'এখানে তো বেশ গরম লাগছে। এক কাজ করো, বাইরে থেকে কিছু বাতাস এনে এই রুমে ছেড়ে দাও, ঠাণ্ডা হবে।'

আগন্তুক বললেন, 'অসম্ভব।'

সন্ন্যাসী জবাব দিলেন, 'তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা না করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব। তবে তুমি যদি প্রলোভনকে না বলতে জানো, তবে সেগুলো তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

**

গুরু বললেন, 'যদি সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, তবে এর পরিণামও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ কাজের পরিণাম কী, তা তো আগে থেকে বুঝতে পারবে না। ভবিষ্যত-কথনের শিল্প আবিষ্কৃত হয়েছে, লোকজনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য; ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নয়। এতে ভালো উপদেশ পাওয়া গেলেও ভবিষ্যদ্বাণী থাকে সামান্যই।'

"যিশু আমাদেরকে যেসব প্রার্থনা শিখিয়েছেন, তার একটিতে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবে।' তার ইচ্ছা যখন কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে, তখন তাতে সমাধানও থাকে। ভবিষ্যত-কথনের শিল্প যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করত, তবে প্রতিটি ভবিষ্যত-কথকই হয়ে যেত ধনী, বিবাহিত ও পরিতৃপ্ত।"

**

শিষ্য তার গুরুর কাছে গেল : 'বছরের পর বছর ধরে আমি উদ্ভাসন কামনা করে আসছিলাম। আমার মনে হচ্ছে, আমি তা অর্জন করার কাছাকাছি চলে এসেছি। আমার এখন জানা প্রয়োজন, এর ঠিক পরের ধাপে কী করতে হবে।'

গুরু জানতে চাইলেন, 'তুমি কীভাবে ভরণপোষণ করো?'

শিষ্য বলল, 'নিজের খরচ সংগ্রহ করার কোনো উপায় আমার জানা নেই। আমার মা-বাবা আমাকে সহায়তা করে। তবে এসব তো তুচ্ছ ব্যাপার।'

গুরু বললেন, 'তোমার পরের কাজ হবে আধা মিনিট সূর্যের দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকা।'

শিষ্য আদেশটি পালন করল। আধা মিনিট শেষ হলে গুরু তাদের চারপাশের পরিবেশের বর্ণনা দিতে বললেন তাকে।

শিষ্য বলল, 'আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সূর্য আমার দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা সৃষ্টি করেছে।'

গুরুর জবাব ছিল : 'কোনো মানুষ যদি তার দায়দায়িত্ব সংকুচিত করে কেবল আলো কামনা করে তবে সে কখনো উদ্ভাসন পায় না। আর যে তার চোখ দুটি সূর্যের দিকে লাগিয়ে রাখে, শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যায়।'

**

এক লোক পিরিনিস পর্বতমালার উপত্যকা দিয়ে চলছিলেন। সেখানে এক বৃদ্ধ রাখালের সাথে তার দেখা হলো। তিনি তার সাথে খাবার ভাগাভাগি করে খেলেন। তারা অনেকটা সময় একসাথে বসে থাকলেন, জীবন নিয়ে কথা বললেন। লোকটি বললেন, কেউ যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাবে তাকে স্বীকার করতে হবে যে সে মুক্ত নয়। কারণ ঈশ্বর তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

রাখাল তখন তাকে পুরোপুরি স্বচ্ছ একটি গভীর ও সংকীর্ণ গিরিখাদে নিয়ে গেলেন। এখান থেকে প্রতিটি শব্দ নিখুঁতভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

রাখাল বললেন, 'এসব প্রাচীর হলো জীবন, আর ভাগ্য হলো আমরা যে প্রতিটি চিৎকার করি, সেগুলো। আমরা যাই করি না কেন, তা ঈশ্বরের হৃদয়ে পৌঁছে যায় এবং একই অবয়বে ফিরে আসে। আমাদের কৃতকর্ম প্রতিধ্বনি করেন ঈশ্বর।'

**

গুরু বলেন : 'আমরা যখন বুঝতে পারি যে পরিবর্তনের সময় এসেছে, আমরা তখন অবচেতনভাবেই ওই সময় পর্যন্ত যেসব পরাজয় বরণ করেছি, সেগুলোর টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দেই।'

'তবে আমাদের বয়স যত বাড়ে, আমাদের কঠিন মুহূর্তগুলোর সংখ্যা ততই বেশি হয়। কিন্তু একই সময় অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এসব পরাজয় থেকে উত্তরণের আরো ভালো উপায়ের ব্যবস্থাও করে দেয়। আর যে পথ পাওয়া যায়, তা আমাদেরকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আমাদেরকে আমাদের মানসিক ভিসিআরের দ্বিতীয় টেপ রেকর্ডারও বাজাতে হবে।'

'আমরা যদি কেবল আমাদের পরাজয়ের টেপ রেকর্ডারগুলো বাজাতে থাকি, তবে আমরা স্থবির হয়ে যাব। আবার আমরা যদি কেবল আমাদের সাফল্যের টেপ রেকর্ডারগুলো বাজাতে থাকি, তবে আমাদের মনে হবে, আমরা সত্যিকার অর্থে যতটা না বুদ্ধিমান, তার চেয়ে বেশি মনে করব নিজেদের।'

'আমাদের প্রয়োজন এই উভয় ধরনের টেপ রেকর্ডার বাজানো।'

**

শিষ্য তার গুরুকে বললেন : 'আমি দিনের বেশির ভাগ ব্যয় করি এমন সব চিন্তা করে যেগুলো করা উচিত নয়, এমন সব জিনিস কামনা করে, যেগুলো করা উচিত নয় এবং এমন সব পরিকল্পনা করে যেগুলো করা উচিত নয়।'

গুরু তখন শিষ্যকে তার বাড়ির পেছনে থাকা বনে নিয়ে গেলেন বেড়াতে। চলতে চলতে তিনি একটি গাছ দেখিয়ে শিষ্যের কাছে জানতে চাইলেন, সে গাছটি চেনে কিনা।

শিষ্য জবাব দিলেন, 'বেলাডোনা। এর পাতা যে কাউকে মেরে ফেলতে পারে।'

গুরু বললেন, 'কিন্তু যে এই পাতার দিকে কেবল তাকায়, তাকে সে হত্যা করতে পারে না।'

তিনি বললেন, 'একইভাবে নেতিবাচক আকাঙ্ক্ষাগুলো কোনোই ক্ষতি করতে পারে না যদি তুমি তোমাকে বশীভূত করতে না দাও সেগুলোকে।'

**

ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পর্বতমালা রয়েছে। এসব পর্বতের একটিতে আরজেলস নামের একটি গ্রাম রয়েছে। সেখানে উপত্যকার পথে একটি পাহাড় আছে। প্রতি বিকেলে এক বৃদ্ধ লোক ওই পাহাড়ে উঠেন ও নামেন। মুসাফির যখন প্রথমবারের মতো আরজেলসে গেলেন, তখন তিনি বিষয়টি জানতেন না। তিনি তার দ্বিতীয় সফরে গিয়ে লক্ষ করলেন যে তিনি এই একই ব্যক্তির সামনে পড়েছেন। আর প্রতিবারই তিনি যখন গ্রামটিতে গেছেন, লোকটি সম্পর্কে আরো কিছু মনে রাখেন। তার পোশাক-আশাক, টুপি, ছড়ি, চমশা সবকিছুই মনে রেখেছেন। আর এখন যখনই তিনি গ্রামটি নিয়ে ভাবেন, তিনি ওই বুড়ো লোকটির কথা মনে পড়ে, তার অজান্তেই তার চিন্তায় যে গ্রাম আর ওই লোক একাকার হয়ে গেছে। মাত্র একবারই মুসাফির ওই লোকের সাথে কথা বলেছিলেন। কৌতুককরভাবে তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি কি মনে করেন, আমাদের চারপাশের সুন্দর পর্বতগুলোতে ঈশ্বর বাস করেন?'

বুড়ো লোকটি জবাব দিয়েছিলেন, 'ঈশ্বর বাস করেন ওইসব স্থানে যেখানে তারা ঈশ্বরকে প্রবেশ করতে দেয়।'

**

গুরু এক রাতে তার শিষ্যদের ডেকে খড়-কুটো দিয়ে আগুন জ্বালাতে বললেন। তিনি চাচ্ছিলেন এর আলোতে তারা যেন বসে কথাবার্তা বলতে পারেন।

তিনি বললেন, 'আধ্যাত্মিক পথ হলো আমাদের সামনে জ্বলতে থাকা আগুনের মতো। যে লোক আগুন জ্বালাতে চায়, তাকে শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া ও চোখে পানি আনা অনাকাঙ্ক্ষিত ধোয়া সহ্য করতে হবে। এভাবেই সে তার বিশ্বাস ফিরে পেতে পারে। অবশ্য একবার আগুন ঠিকমতো জ্বলতে শুরু করলে ধোয়া দূর হয়ে যায়, শিখা তার চারপাশের সবকিছুকে উজ্জ্বল করে, উত্তাপ দেয়, স্নিগ্ধতা নিয়ে আসে।

এক শিষ্য জানতে চাইল : 'অন্য কেউ যদি তার জন্য আগুন জ্বেলে দেয়, তখন কী হবে? কেউ যদি ধোয়া এড়াতে সাহায্য করে তখন কী হবে?'

গুরু বললেন, 'কেউ যদি তা করে, তবে তিনি ভুয়া গুরু। একজন গুরু ইচ্ছা করা মাত্র আগুন জ্বালাতে পারেন বা যখন ইচ্ছা নেভাতেও পারেন। আর যেহেতু তিনি কাউকেই আগুন জ্বালানো শেখাননি, ফলে তিনি সবাইকে সম্ভবত অন্ধকারে রাখছেন।'

**

গুরু বললেন, 'তোমার চলার পথ যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন একটি দরজা দেখতে পাবে, যার ওপর একটি কথা লেখা আছে। ফিরে এসে আমাকে জানাবে সেটা কী।'

শিষ্যটি অনুসন্ধান শুরু করে দিলো, একেবারে দেহ-মন দিয়ে। তারপর একদিন সে দরজার সামনে পড়ল। তখন সে তার গুরুর কাছে ফিরে গেল।

সেখানে লেখা আছে এ শব্দটি : 'অসম্ভব।'

গুরু জানতে চাইলেন, 'শব্দটি দেয়ালে না দরজায় লেখা আছে?'

শিষ্য জবাব দিলো, 'দরজায়।'

গুরু বললেন : 'ঠিক আছে। তাহলে তুমি না ঘুরিয়ে দরজাটি খোলো।'

শিষ্যটি তাই করল। শব্দগুচ্ছটি যেহেতু দরজায় আঁকা ছিল, তাই দরজার মতোই এটি সরে গেল। দরজাটি পুরোপুরি খোলা হলে শব্দগুচ্ছটি আর দেখা গেল না, শিষ্যটি এগিয়ে চলল।

**

গুরু বললেন, 'চোখ বন্ধ করো। কিংবা চোখ খোলাও রাখতে পারো : এক ঝাঁক পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে- এমন একটি দৃশ্য কল্পনা করো।

এখন আমাকে বলো, কয়টা পাখি তুমি দেখছ : ৫টা? ১১টা? ১৬টা?

জবাব যাই হোক না কেন, কয়টা পাখি আছে, তা বলা কঠিন। এই ছোট্ট

পরীক্ষা থেকে একটি বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তুমি এক ঝাঁক পাখি কল্পনা করতে পারো, কিন্তু ঝাঁকে কয়টা পাখি আছে তার হিসাব করার বিষয়টি তোমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যদিও দৃশ্যটি পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল। প্রশ্নটির অবশ্যই একটি জবাব থাকতে হবে। কল্পিত দৃশ্যে কয়টি পাখি থাকবে, তা নির্ধারণ করবে কে? তুমিই!'

**

এক লোক জনৈক সাধুপুরুষের সাথে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত নিলো। তাকে বলা হলো, ওই সাধুপুরুষ স্কেটার অদূরে এক মঠে বাস করেন। মরুভূমিতে এলোমেলোভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে অবশেষে সন্ন্যাসীর সাক্ষাত পেল।

সে বলল, 'আমি জানতে চাই, আধ্যাত্মিক যাত্রায় আমার পদক্ষেপ হবে কোনটি।'

সাধুপুরুষটি তাকে একটি ছোট কূপের কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে পানিতে পড়া তার প্রতিচ্ছবির দিকে তাকাতে বললেন।

লোকটি তা করার চেষ্টা করল। কিন্তু সাধুপুরুষটি তখনই পানিতে ঢিল ছুঁড়ে দিলেন। ফলে পানিতে ঢেউ খেলে গেল।

লোকটি বলল, আপনি যদি ঢিল ছুঁড়তে থাকেন, তবে আমি আমার চেহারা দেখতে পাবো না।

সাধু পুরুষটি বললেন, 'অশান্ত পানিতে যেমন কারো পক্ষে তার চেহারা দেখা সম্ভব হয় নয়, ঠিক একইভাবে তোমার প্রশ্নের জবাব এককথায় দেওয়া অসম্ভব।'

এ খবরটি কম কষ্টকরভাবে শোনানোর~একে উজ্জ্বলতর রঙে রঙিন করে, এতে স্বর্গের প্রতিশ্রুতি যোগ করে, নিরঙ্কুশের ভিশন যতটা সম্ভব যুক্ত করে, দুর্বোধ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার- চেষ্টা অনেক করেছি। কিন্তু কাজ হয়নি।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করো। আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাচ্ছি। আমি তোমাকে আশ্বস্ত করছি, আমি তোমাকে যা বলতে যাচ্ছি, তা একেবারেই নিশ্চিত ব্যাপার। এটি একটি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিষয়টি এমন : তুমি মারা যাচ্ছো। কালও হতে পারে, এখন থেকে ৫০ বছর পরও হতে পারে। তবে আগে হোক বা পরে হোক, তুমি মরবেই। এমনকি তুমি যদি কিছু নাও করো, তবুও মারা যাবে, এমনকি তোমার যদি অন্য কোনো পরিকল্পনাও থাকে। তবুও আজ বা আগামীকাল কিংবা তোমার বাকি জীবনে তুমি কী করতে যাচ্ছো, তা সতর্কভাবে চিন্তা করো।

**

এক শ্বেতাঙ্গ অনুসন্ধানকারী তাড়াতাড়ি আফ্রিকার কেন্দ্রে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে

চাইছিলেন। তিনি বাহকদের বললেন যে তারা যদি আরো দ্রুত চলতে থাকে, তবে তাদেরকে তিনি আরো বেশি পারিশ্রমিক দেবেন।

কয়েক দিন ধরে বাহকরা বেশ জোর কদমে চলল। কিন্তু এক বিকেলে হঠাৎ করেই তারা সবই তাদের বোঝা নামিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন, তারা আর চলতে রাজি নয়।

অনুসন্ধানকারী শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে এই আচরণের কারণ জানতে চাইলেন।

তারা যে জবাব দিলো, তা হলো এই যে : 'আমরা পথে এত জোরে ছুটছিলাম যে আর বুঝতে পারছিলাম না আমরা কী করছি। এখন আমাদের ওই পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের আত্মা আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারে।'

**

'আওয়ার লেডি' [যিশুখ্রিস্টের মা] যিশুকে কোলে নিয়ে একটি মঠ দেখতে দুনিয়াতে নেমে এলেন। আনন্দে পাদ্রিরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন : তাদের একজন কবিতা আবৃতি করলেন, অপরজন বাইবেলে তার উজ্জ্বল ছবি তাকে দেখালেন, আরেকজন সব সেইন্টের নাম মুখস্ত বলে দিলেন। লাইনের শেষে ছিল এক সাধারণ পাদ্রি। তার সময়ের কোনো জ্ঞানী লোকের কাছ থেকে তার কিছু শোনার সুযোগ তার হয়নি। তার মা-বাবা ছিলেন অতি দীন-হীন লোক, সার্কাস দলে কাজ করতেন তারা। তার পালা এলে তার কিছু করার আগেই সন্ন্যাসীরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব শেষ করতে চাইলেন। কারণ তাদের ভয় ছিল, এই লোক তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলতে পারে।

কিন্তু তিনিও ভার্জিনের প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ করতে চাইছিলেন। লজ্জিত হয়ে ও তার ভ্রাতৃবগের তাকে বাদ দিতে চাওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি তার পকেট থেকে কয়েকটি কমলা বের করে সেগুলো উপরে নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। সার্কাস দলে থাকা তার মা-বাবার কাছেই তিনি এটা শিখেছিলেন। তার কমলা ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে যিশু হেসে ওঠলেন, আনন্দে হাততালি দিলেন।

আর এই বিনীত সন্ন্যাসীকেই ভার্জিন বাহু থেকে তার ছেলেকে কিছু সময়ের জন্য কোলে নিতে দিলেন।

**

সবসময় রীতিনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করো না। সবচেয়ে বড় কথা তো সেইন্ট পল বলেছেন : 'দুনিয়ার বিজ্ঞতা ঈশ্বরের চোখে পাগলামি।'

রীতিনিষ্ঠ হওয়া মানে সবসময় মোজার সাথে মিল রেখে টাই পরা। আজকে যা মত, আগামীকালের অভিমতও একই হওয়া। আর গ্রহের চলাচল? কোথায় তা?

অন্য কারো ক্ষতি না করা পর্যন্ত সাথে সাথে মতামত বদলে ফেলো। কোনো ধরনের লজ্জা না পেয়েই নিজের অবস্থান ত্যাগ করো। এটা তোমার অধিকার। অন্যরা কী বলল, তা কোনো ব্যাপারই নয়। কারণ তারা কী করবে, তা তাদের ব্যাপার। তাই নিরুদ্বেগে থাকো। মহাবিশ্বকে এগিয়ে যেতে দাও।

নিজের বিস্মিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করো। সেইন্ট পল বলেন, 'ঈশ্বর দুনিয়াতে খেপামিভরা জিনিস এজন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে জ্ঞানীরা লজ্জিত হন।'

**

গুরু বলেন : 'সাধারণ ধরনের চেয়ে বিশেষ কিছু করার জন্য আজ একটি ভালো দিন। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, আজ রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে কাজে যেতে পারি। অচেনা কোনো লোকের দিকে সরাসরি তাকাতে পারি, চোখে থাকবে প্রথম দর্শনে ভালোবাসার ভাষা। আগে কখনো কেউ শোনেনি, এমন কোনো উদ্ভট আইডিয়া ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দিতে পারি। আলোর যোদ্ধারা এ ধরনের দিনে নিজেদের মেলে ধরেন। আজকে আমাদের মনে গেঁথে থাকা প্রাচীন অবিচারগুলো নিয়ে কান্না করা উচিত। যার সাথে কখনো কথা বলব না বলে কসম খেয়েছিলাম, তাকে আমরা ফোন করতে পারি (তবে যার কাছ থেকে আমরা আনসারিং মেশিন থেকে জবাব পেতে পছন্দ না করি)।

প্রতিদিন সকালে আমরা যে দিনটির কথা লিখি, আজকের দিন তেমন হবে না। আজকের দিনে সব ধরনের ভুল করা যাবে, সব অপরাধে মাফ পাওয়া যাবে। আজ হলো জীবনকে উপভোগ করার দিন।

**

বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ একবার কয়েকজন বন্ধুর সাথে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলেন, উচ্ছ্বসিত ছিলেন তিনি। কিন্তু রাস্তা পার হওয়ার সময় কথা বলা বন্ধ করলেন।

পেনরোজ বলেন, 'মনে হলো, রাস্তাটি পার হওয়ার সময় এটি চমকপ্রদ আইডিয়া আমার ওপর ভর করেছে। অপর পাড়ে পৌঁছার সাথে সাথেই আমরা আবার আগের কথায় মশগুল হয়ে পড়লাম। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য যে আইডিয়াটি ভর করেছিল, সেটি আর মনে করতে পারছিলাম না।'

ওই দিন সন্ধ্যায় পেনরোজ অকারণেই ভেতরে ভেতরে আনন্দ-চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগলেন।

তিনি বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে, কোনো কিছু আমার কাছে নিজেকে প্রকাশ করার আকুতি করছে।'

তিনি ওই দিনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা স্মরণ করতে লাগলেন। পেছনে ফিরতে

ফিরতে তার যখন রাস্তাটি পার হওয়ার দৃশ্যে পৌঁছালেন, তখনই তার আইডিয়াটির কথা মনে পড়ল। এবার তিনি তা লিখে ফেললেন। এটি ছিল ব্ল্যাক হোল তত্ত্ব : আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিপ্লবী তত্ত্ব। আইডিয়াটি তার কাছে ফিরে আসার কারণ হলো রাস্তা পার হওয়ার সময় আমরা সবসময় যে নীরবতায় মগ্ন হই, তিনি তা স্মরণ করতে পেরেছিলেন।

**

সেইন্ট অ্যান্টন তখন এক মরুভূমিতে বাস করতেন। এক তরুণ তার কাছে এলো।

'ফাদার, আমি আমার কাছে থাকা সবকিছু বিক্রি করে যা কিছু পেয়েছিলাম, চলার পথে সবই গরিবদের দিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে সামান্য যা কিছু আছে তা দিয়ে এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে পারব। আমি আশা করি, আপনি আমাকে পরিত্রাণের পথ দেখাবেন।'

সেইন্ট অ্যান্টন ছেলেটিকে তার কাছে তখনো থাকা বাকি জিনিসগুলো বিক্রি করতে বললেন। আর বিক্রির টাকা দিয়ে তাকে শহর থেকে কিছু গোশত কিনতে বললেন। ফিরে আসার সময় তার দেহের সাথে গোশত বাঁধা ছিল।

তরুণটিকে যা করতে বলা হয়েছিল, তাই সে করল। ফেরার পথে তাকে কয়েকটি কুকুর আর বাজপাখি আক্রমণ করেছিল। প্রাণিগুলো তার কাছ থেকে গোশত নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তরুণটি তার আহত দেহ ও ছেঁড়া পোশাক দেখিয়ে বলল, 'আমি ফিরে এসেছি।'

সেইন্ট বললেন, 'যারা নতুন পথে নামে, অথচ পুরনো জীবনের কিছুটা সাথে রাখতে চায়, তারা নিজেদের অতীতের মাধ্যমে ক্ষতবিক্ষত হয়।'

**

গুরু বললেন : 'ঈশ্বর আজ তোমার ওপর যেসব রহমত নাজিল করেছেন, সেগুলোর সবই ব্যবহার করো। কোনো রহমত সঞ্চয় করে রাখা যায় না। ঈশ্বর তোমার ওপর যেসব রহমত নাজিল করেছেন, সুবিধামতো সময়ে ব্যবহার করার জন্য সেগুলো জমিয়ে রাখার কোনো সুযোগ নেই। তুমি সেগুলো ব্যবহার না করলে সেগুলো সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে যাবে। ঈশ্বর জানেন, আমরা আমাদের জীবনের ব্যাপারে সৃষ্টিশীল শিল্পী। এক দিন তিনি আমাদের কাদামাটি দেন ভাস্কর্য গড়তে, অন্য দিন দেন ব্রাশ আর ক্যানভাস কিংবা কলম। আমরা ক্যানভাসে কাদামাটি ব্যবহার করতে পারি না, বা ভাস্কর্য গড়তে কলম ব্যবহার করি না। প্রতিটি দিনেরই নিজস্ব জাদু আছে।'

'আশীর্বাদ গ্রহণ করো, কাজ করো, তোমার ছোট ছোট কাজকে আজকের সৃষ্টিশীল কর্মে পরিণত করো। আগামীকাল পাবে অন্য কিছু।'

**

রিও পেইদ্রার তীরের মঠের চার দিকে সুন্দর গাছগাছালিতে ভরা। স্পেনের ওই অংশের ঊষর মাঠগুলোর মধ্যে এটি সত্যিই স্বর্গোদ্যান।

এখানে ছোট নদী শক্তিশালী স্রোতধারায় পরিণত হয়ে ডজন ডজন জলপ্রপাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুসাফির ওই এলাকা সফর করার সময় পানির সঙ্গীত শুনতে পেলেন। হঠাৎ করেই একটি বিশাল জলপ্রপাতের পেছনে থাকা অত্যন্ত সুন্দর গুহার ওপর তার নজর পড়ল। তিনি প্রকৃতির ধৈর্য নিয়ে গড়া প্রাণছোঁয়া অবয়বগুলো দেখলেন। তিনি একটি ফলকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কথা মুদ্রিত দেখতে পেলেন : 'এই পাথরগুলোকে নিখুঁত করেছে কোনো হাতুরি নয়, বরং পানি, তার মধুরতা দিয়ে, এর নৃত্য দিয়ে, এর সঙ্গীত দিয়ে।'

শক্তি যেখানে কেবল ধ্বংসই করতে পারে, সেখানে বিনয় ভাস্কর্য রচনা করতে পারে।

**

গুরু বললেন, 'অনেক লোক সুখ নিয়ে ভীত। এ ধরনের লোক মনে করে জীবনে পরিতৃপ্ত হতে হলে তাদেরকে অনেক অভ্যাস অবশ্যই বদলাতে হতে পারে, তাদের পরিচিতির অনুভূতি হারাতে হতে পারে। অনেক সময় আমরা আমাদের ওপর বর্ষিত ভালো ভালো জিনিসের প্রতিও রুষ্ট হয়ে পড়ি। আমরা সেগুলো গ্রহণ করি না, কারণ এগুলো গ্রহণ করলে আমাদের এই অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে যে আমরা ঈশ্বরের কাছে ঋণী। আমরা চিন্তা করি : 'সুখের পানপাত্র থেকে পান না করাই ভালো, কারণ এতে করে তা ফাঁকা হয়ে যাবে, আমরা তাতে খুবই কষ্ট পাবো।'

সঙ্কুচিত হওয়ার ভয়ে আমরা বাড়তে পারি না। কান্নার ভয়ে আমরা হাসতে পারি না।

**

স্কেটা মঠে এক বিকেলে জনৈক সন্ন্যাসী আরেকজনকে অপমান করলেন। মঠের অধ্যক্ষ (ব্রাদার সিসোইস) আক্রান্ত সন্ন্যাসীকে তার ওপর হামলাকারীকে ক্ষমা করে দিতে বললেন। আক্রান্ত সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি তা করতে পারি না। কাজটি করেছেন তিনি। তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

ঠিক ওই মুহূর্তেই ব্রাদার সিসোইস স্বর্গের দিকে তার হাত দুটি উঠিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন : 'হায় যিশু, আমাদের আর তোমার প্রয়োজন নেই। আমরা এখন আগ্রাসীকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দান করতে পারি। আমরা এখন নিজেদের হাতেই প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম, ভালো ও মন্দের মোকাবিলা করতে সমর্থ্য। তাই আপনি আমাদেরকে আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, কোনো সমস্যা হবে না।'